দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 03 MAY 1995

মুশকিল অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর

প্রায় সবকিছু যখন অনিশ্চিত, তখন কেবল একটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া হয়তো কোন লাভ নাই। তবু করি এইজন্য যে, এই বিষয়টির সাথে নবীন প্রজন্ম তথা জাতির ভবিষ্যৎ জড়িত। নিরক্ষরতার ভয়াবহ বোঝা যদি চলিতেই থাকে তাহা হইলে আর যাহাই হউক দুঃখ-রজনী পাড়ি দিয়া আনন্দ প্রভাতে উঠিয়া আসা সম্ভব হইবে না।

নিরক্ষরতা দূর করার জন্য প্রয়োজন উপযুক্তসংখ্যক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সুস্থ-সুন্দর পরিবেশ এবং লেখাপড়ার উপকরণের সহজলভ্যতা। বই নিঃসন্দেহে ইহার মধ্যে অগ্রগণ্য। বইই যদি না পাওয়া যায় শিক্ষার্থী শিখিবে কি? অজ্ঞানতার অন্ধকারইবা কতটা দূর হইবে? কিন্তু অপ্রিয় হইলেও সত্য যে, বাজারে বই দুষ্প্রাপ্য। মফস্বল অঞ্চলের লাইব্রেরীগুলিতে ষষ্ঠ ও নবম শ্রেণীর বই নাই। দূরবর্তী শহরে আসিয়াও বই পাওয়া যায় না। নেহাত ভাগ্যগুণে দুই-একখানা বই যদিবা পাওয়া যায় দাম নির্ধারিত মূল্যের তিন-চার গুণ। পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল যে, ১৫ এপ্রিলের মধ্যে বই সহজলভ্য হইবে। নির্ধারিত মূল্যের অধিক দিতে হইবে না। কিন্তু কোথায় কি! আজ মে মাসের ৩ তারিখ। সংকট পূর্বের মতই গভীর। লাইব্রেরী মালিকদের বক্তব্য হইল, যে জিনিস বাজারে সরবরাহ হয় না তাহা আমরা দিব কি করিয়া? খুবই সঙ্গত বক্তব্য। উচ্চমূল্য সম্পর্কিত বক্তব্যও কম সঙ্গত নয়। তাহা হইল—যে দুই-চারিখানা বই আসে তাহাও সোজাপথে নয়। চোরাবাজারীর হাত বাহিয়া। ফলে বাধ্য হইয়াই তাহাদের অতিরিক্ত মূল্য হাঁকিতে হয়। বক্তব্যটিতে কোন যুক্তি নাই তাহা বলা যাইবে না। লোকসান দেওয়া ব্যবসার উদ্দেশ্য নয়, ইহা সর্বকালে সর্বদেশে স্বীকার্য। কিন্তু মুশকিল হইয়াছে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের। অভিভাবকদের বেশীরভাগ সাধারণ ও নিম্ন আয়ের মানুষ। অনেকের নুন আনিতে পান্তা ফুরাইয়া যায়। উচিত মূল্য দেওয়াই তাহাদের জন্য প্রাণান্তকর। তিন-চার গুণ মূল্য দেওয়া কতোটা সম্ভব হইতে পারে? পক্ষান্তরে, বৎসরের চারি মাস চলিয়া যাওয়ার পরও বই না পাওয়ায় শিক্ষার্থীর শিক্ষা হইতেছে দারুণ ব্যাহত। এমনি এই দেশে শিক্ষার যা হাল, বলিতেও লজ্জা হয়। তাহার উপর বৎসরের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রান্ত হইবার পরও বই না পাইলে হাল কি হইতে পারে তাহা নিছক উপলব্ধির ব্যাপার। প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতির একচেটিয়া ব্যবসা লাভ ইহার কোন কারণ কিনা তাহা চিন্তার বিষয়।

তবে একটি বিষয়ে চিন্তার কোন অবকাশ নাই। তাহা হইল শিক্ষার্থীর শিক্ষা জীবনে বিপর্যয় এবং জাতির ভবিষ্যৎ ক্ষতি। ইহার পরও যদি দুই হাজার সাল নাগাদ দেশ নিরক্ষরতামুক্ত করিব বলা হয় এবং যাহারা বলিয়াছিল তাহাদের কথা মনে পড়ে তাহা হইলে শুনিতে কেমন লাগে? মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। শুধু একটি নিবেদন, এই অবস্থার আশু প্রতিকার জাতীয় স্বার্থেইবিশেষ জরুরী।